মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
মঙ্গার কবল থেকে দরিদ্র জনগোষ্টিকে বাঁচান

দেশে এতো এনজিও থাকার পরও কেনো এখনো মঙ্গা শব্দটি রয়ে গেছে ? এটা আমার না মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর প্রশ্ন। সম্প্রতি দারিদ্র বিমোচন ও মঙ্গা মুক্তি বিষয়ে এক আলোচনায় তিনি সাংবাদিকদের সামনে এ মৌলিক প্রশ্নটি উথাপন করেছেন। যা গত ১৩ মার্চ দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে গুরুত্ব সহকারে সংবাদ আকারে প্রকাশ হয়েছে। আমরা যারা আমজনতা সকলেই কিছুটা হলেও জানি দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে কয়েক লক্ষ কর্মক্ষম দরিদ্র দিনমজুর শ্রেণীর মানুষের হাতে কোন কাজ থাকে না। ফলে তাঁদের উপর নির্ভরশীল পরিবার গুলো চরম দূর্ভোগে পতিত হয়। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে না খেয়ে অর্ধাহারে অনাহারে থেকে অনেকে মৃত্যু বরন করে। মঙ্গা কবলিত এলাকার মুদি দোকান গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্য সামগ্রী থরে থরে সাজানো থাকলেও অর্থের অভাবে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ তা কিনে খেতে পারে না। মঙ্গাকে এ কারনে অকাল বা দুর্যোগ হিসেবে অনেকে অবিহিত করে থাকেন। মূলত মঙ্গা হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্টির ক্রয়-ক্ষমতা হারাবার সম্মিলিত রুপ। উত্তরাঞ্চলের জেলা গুলোতে মঙ্গা যখন প্রকট আকারে দেখা দেয় ঠিক সেই সময়েই মরহুম সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের বাসন্তিদের আনাগোনা শুরু হয়। এনিয়ে দেশের পত্র-পত্রিকায় হই চই শুরু হয়। মঙ্গা কবলিত এলাকায় মন্ত্রী এমপি’দের যাতায়াত বেড়ে যায়। সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ মঙ্গা নিয়ে নানা প্রকার সভা সেমিনারে আলোচনা করেন। আসলে মঙ্গা নিয়ে শুধু মঞ্চে নেতাদের গলা ফাটা আহাজারি, সভা সেমিনারে এনজিও’দের কথার ডালি। মঙ্গা কবলিত জনপদের মানুষ রিলিফ নয় কাজ চায়। রিলিফ দিয়ে মঙ্গা নিমূল সম্ভব নয় শুধু কিছুটা সময় থামিয়ে রাখা যায় মাত্র। জাতীয় পর্যায় রাজনৈতি দল গুলো ঐক্যমতের ভিত্তিতে কর্মসূচি হাতে নিলে মঙ্গা নিমূল করা যাবে। এতে বিন্দু মাত্র ত্র“টি নেই। প্রশ্ন আসতে পারে এত জটিল বিষয়
গল্পের সেই আলাদিনের প্রদীপে লুকানো দৈত্য ছাড়া কি করে সম্ভব ? হ্যাঁ মঙ্গা চিরতরে নিমূলের জন্য ১. মঙ্গা কবলিত জেলার নাম, এলাকা, আক্রান্ত এবং সম্ভাব্য ব্যক্তি ও পরিবারের তালিকা প্রস্তত করতে হবে। ২. প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী দরিদ্র জনগোষ্টিকে আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য যুগোপযুগী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩. প্রশিক্ষন গ্রহন কালে প্রত্যেক প্রশিক্ষনার্থী বৃন্দকে নূন্যতম আর্থিক সহায়তা প্রতি দিনই প্রদান করতে হবে। ৪. প্রশিক্ষন নেয়া অভিজ্ঞদের কাজের উপর ভিত্তি করে নূন্যতম ১০ বছর পর পরিশোধ যোগ্য সূদ মুক্ত ঋন সুবিধা সল্প সময়ের মধ্যেই প্রদান করতে হবে। ৫. প্রত্যেক ঋন গৃহীতাকে পর্যাপ্ত পরিমান আর্থিক সুবিধা কিস্তিতে কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে প্রদান করতে হবে। ৬. ব্যাংকার হতে শুরু করে যে কোন দপ্তরেই যাহাতে কোন প্রকার দূর্নীতি না হয়, সেজন্য ব্যাপক মনিটরিং করতে হবে। ৭. পরিবার প্রতি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তিকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। ৮. মঙ্গা কবলিত জেলায় বে-সরকারী ভাবে যে সকল ব্যবসায়ী শিল্প কল কারখানা স্থাপন করে ঐ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য হতে ৫০% জনশক্তিকে কাজে নিয়োগ প্রদান করবে, তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। যেমন (ক) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিল্প গড়ার জন্য ৬০% টাকা ঋন সুবিধা। (খ) সকল প্রকার কর ৫০% মওকুফ সুবিধা। (গ) ব্যবসায়ীকে দেশ-বিদেশ ভ্রমনে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে প্রশাসনি ঝামেলা এড়ানোর সুবিধা এবং (ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমান বিদ্যুৎ গ্যাস ও সহজেই কাঁচামাল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে। ৯. মঙ্গা কবলিত জেলায় অগ্রধিকার ভিত্তিতে জাতীয়

বিশ্ব বিদ্যালয়, প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, গুরুত্বপূর্ন অফিস আদালত স্থাপন করে সেখানে লোক চলাচলের ব্যবস্থা করা। এতে শিক্ষা অনুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত ও আবাসস্থল গড়ার মাধ্যমে একটি আয়ের পথ সৃষ্টি হবে এই অঞ্চলের মানুষ জনের। ১০. সকল চাকুরিতে জেলা কোটার পাশা পাশি মঙ্গা কবলিত জেলার বাসিন্দাদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোক্ত ১০ টি কাজ সরকার পক্ষ-বিরোধী পক্ষ ঐক্য মতের ভিত্তিতে সম্পাদন করলে মঙ্গা বলতে কোন শব্দ এদেশে থাকবে না। আর ঐক্যমত না হলে এক পক্ষ প্রকল্প হাতে নিবেন অপর পক্ষ রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়া মাত্র পূর্বের সকল প্রকল্প বাতিল করবেন। এতে করে মঙ্গার কবলিত দরিদ্র জনগোষ্টি বার বার শুধু নিষ্পেসিত হতেই থাকবে।

প্রেরক ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সভাপতি , জার্নালিস্ট এন্ড রাইটার্স এসোসিয়েশন, কুড়িগ্রাম।
বাসা ঃ গ্রাম- নিমবাগান গোরস্থান পাড়া, পোষ্ট- কুড়িগ্রাম, থানা ও জেলা- কুড়িগ্রাম।